

মোহাম্মদ হানিফাখান সম্পাদিত

সাহিত্য পত্রিকা

চতুর্দশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ১১ কার্তিক ১৩৯৭

Vol. 34 | No. 1 | 1990



Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রসঙ্গ: সংস্কৃত ছন্দ

Volume	34
Issue	1
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i1.7
Pages	137-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

প্রসঙ্গ: সংস্কৃত ছন্দ

দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য

ছন্দ শব্দের সাধারণ অর্থ ছাঁদ বা প্যাটার্ন। ধ্বনিপ্রবাহ যখন বিশেষ একটি ছাঁদে বাঁধা পড়ে, তখনই তা ভাবে-ভাষায় বন্ধনেও বন্ধনহীন গতিতে ছন্দ হয়ে ওঠে। হৃদপিণ্ড বা ঘড়ির সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনিপ্রবাহেও এক ধরনের ছন্দের উপলব্ধি হয়। এভাবে কাব্যের ধ্বনি প্রবাহ যখন একটি বিশেষ ছাঁদে তরঙ্গিত হয়, তখন কাব্যের ছন্দ আমাদের কানে ধরা দেয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কাব্যে ছন্দের উপযোগিতা কী? ছন্দ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুধাবন করলে এ প্রশ্নের একটি সদুত্তর পাওয়া যেতে পারে। বৈদিক আচার্যদের মতে, চুরাদিগণীয় ছন্দ-ধাতু থেকে ছন্দ শব্দটি উৎপন্ন। তাই নিরুপেক্ষকার যাক্ষ বলেন, ‘ছন্দার্থসি ছাদনাৎ’ (নিরুপেক্ষ ১২। ২)—অর্থাৎ আচ্ছাদন করে বলেই নাম হয়েছে ছন্দ। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, “দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশনু; তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়নু; যদেভিরচ্ছাদয়ন্তুচ্ছন্দসাং ছন্দন্তম্।।” (১।৪।২)—অর্থাৎ দেবগণ মৃত্যুজনক পাপভয়ে ভীত হয়ে বেদবিদ্যায় প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের ছন্দের দ্বারা আচ্ছাদন করেছিলেন বলেই ছন্দের ছন্দত্ব অর্থাৎ মন্ত্র ছন্দ নামে অভিহিত হয়েছে।

এখানে রূপকের আবরণে কাব্যরহস্যের একটি গভীর কথা বলা হয়েছে। দেবগণ ঋষিকবিদের প্রাতিভ সৃষ্টি। বেদের ছন্দোময় কবিতা অমর করে রেখেছে দেবগণকে। দেবস্তুতি যদি ছন্দের বন্ধনে কবিতায় বিধৃত হয়ে না থাকত তাহলে হয়তো দেবগণ যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে থাকতেন না মানুষের কল্পনায়। ছন্দোহীন বাক্য ঠাঁটের বুলিমাত্র, আয়ু তার ক্ষীণ, নিমেষে যায় হারিয়ে। আর ছন্দোময় বাক্য প্রাণের ভাষা; প্রাণ থেকে প্রাণে তার যুগাতিশায়ী পদসঞ্চারণ। এ কারণেই দেবগণ

চেয়েছিলেন হৃন্দের আচ্ছাদনে নিজেদের ঢেকে মানুষের কল্পনায় বেঁচে থাকতে। হৃন্দের এই মৃত্যুঞ্জয় স্বরূপটির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ ৭) সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—“সেদিন পড়িতেছি ‘জল পড়ে পাতা নড়ে।’ আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয়না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখন তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।”

বৈয়াকরণদের মতে, আহ্লাদনার্থক চুরাদিগণীয় চন্দ-ধাতু থেকে ছন্দ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে— $\sqrt{\text{চন্দ} + \text{অসুন}} = \text{ছন্দ}$ । “চন্দোদেশচ ছঃ” (উগাদি প্রকরণ, ৬৫৮) এই সূত্রানুসারে চন্দ-ধাতুর চ-স্থানে ‘ছ’ হয়েছে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুযায়ী প্রধানত যা আনন্দ দান করে তারই নাম ছন্দ। কবিতায় কবি যতটুকু দেন পাঠক যে তার সবটুকুই বুঝতে পারেন তা নয়। কিন্তু হৃন্দের দোলায় মন দুলে ওঠে বলেই কবিতার সবটুকু অর্থ না বুঝলেও কাব্যপাঠের আনন্দ কিছু কমে না। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দ পাঠের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন, “আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো লাগে বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দ ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।” (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ.৩৭)। হৃন্দের এই আনন্দময় দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “কবিতার শব্দ ও (পর্ববিভক্ত) পদ উচ্চারণে ধ্বনির যে তান কানে ও মনে আনন্দ দান করে তারই নাম ছন্দ।” (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৫৩৩)।

হৃন্দের উৎপত্তি বিষয়ে অবশ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Westphal-এর ‘Metrik der griechen’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে, “দলবন্ধন্যে সামনে পেছনে আটবার করে পদক্ষেপের তালে তালে গান গাওয়ার ফলেই ইন্দো-ইউরোপীয় হৃন্দের জন্ম।” (ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন, পৃ. ২৩৮)। মার্কসবাদী ইউরোপীয়গণের ধারণা, দলবন্ধভাবে শ্রমসাধ্য কর্ম করা থেকেই

উৎপত্তি হয়েছে ভাষাগত ছন্দের। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতগণের অভিমত, ব্যক্তিগত ভাবাবেগই ভাষায় ছন্দের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রত্নক্রিয়ানিরত ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে ক্রৌঞ্চ শরাঘাতে নিহত ও রক্তাক্ত কলেবরে ভুলুষ্ঠিত হওয়ায় ক্রৌঞ্চী আত্মকণ্ঠে চীৎকার করতে থাকে। এর ফলে শোকাভিভূত হয় মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয় এবং শোকাবেগে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয় অপূর্ব এক ছন্দোবদ্ধ বাণী—

“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তুমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।

১।২।১৫

ভারতীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, এটিই হচ্ছে আদিকবির আদিকবিভা এবং এই কবিতার ছন্দ অনুষ্টুপই আদিছন্দ। শোকোদ্ভূত বলে এর নাম হয় শ্লোক।^১ এই শ্লোক চারটি পাদ বা চরণে গঠিত। প্রত্যেক শ্লোকের এক-চতুর্থাংশ পাদ সংজ্ঞায় অভিহিত। এ প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি বলেছেন, “পাদশ পদ্যতে ধাতোশ্চতুর্ভাগ ইতি স্মৃতঃ” [নাট্যশাস্ত্র ১৫।৯০ (ঘ)]—পদ্ব ধাতু থেকে নিশ্পন্ন পাদশব্দে বুঝায় শ্লোকের এক চতুর্থাংশ। গুরুনাথ বিদ্যানিধির বক্তব্যেও এ কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে, “মাতৃকস্য চতুর্ভাগঃ পাদ ইত্যভিধীয়তে” মাতৃকস্য শ্লোকস্য ইত্যর্থঃ।” (গুরুনাথ বিদ্যানিধিকৃত টীকা, ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ৩)।

পূর্বেক্ত ‘মা নিষাদ’ ইত্যাদি শ্লোককে আদিকবিভা বলা হলেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে কিন্তু তা সত্য নয়। কারণ, সংস্কৃত ভাষার পূর্ববর্তী বৈদিক ভাষায়ও বহু কবিতা রচিত হয়েছিল এবং অনুষ্টুপ বৈদিক ভাষারই অন্যতম একটি ছন্দ। বাল্মীকির কবিত্বলাভের বহু পূর্ব থেকেই এই ছন্দটি প্রচলিত আছে। রামায়ণের যুগে ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে একথা জানতেন না, তা নয়। তবু তাঁরা ‘মা নিষাদ’ ইত্যাদি কবিতাকে আদি কবিতা বলেছেন। এর কারণ নির্ণয় করে তারাপদ ভট্টাচার্য বলেছেন, “বৈদিক ভাষা ও ছন্দ অপৌরুষেয়। উহা দেবতার দান মাত্র, মানবীয় ব্যাপার নহে; ইহা বুঝাইবার জন্যেই উক্ত গল্পের অবতারণা করিয়া বাল্মীকিকে আদি মানবীয় কবি এবং ‘মা নিষাদ’ শ্লোকের ছন্দকে লৌকিক আদি ছন্দ বলা হইয়াছে। শোকের শ্লোকত্বই কিন্তু বাল্মীকির কবিত্ব লাভ কাহিনীর আসল তাৎপর্য; ইহার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে—গোষ্ঠীবদ্ধ ক্রিয়ার ফল নহে, ব্যক্তিবিশেষের

হৃদয়াবেগেই ভাষায় ছন্দের আবির্ভাব ঘটান্নাছে।” (হৃদতত্ত্ব ও হৃদোবিবর্তন, পৃ. ২৪০)।

বৈদিক ছন্দ প্রধানত সাতটি— গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। এই সাতটি ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীই প্রধান। এ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে, “গায়ত্রী ছন্দসাং মাতা” (১০। ২৬)—অর্থাৎ গায়ত্রী সর্বছন্দের জননী। ২৪টি অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ গঠিত। এই ছন্দে থাকে ৩টি পাদ এবং প্রতি পাদে থাকে ৮টি অক্ষর। উষ্ণিক ছন্দ ২৮টি অক্ষরে নিবদ্ধ। প্রথম দুই পাদের প্রতিটিতে থাকে ৮টি করে অক্ষর এবং অপর পাদটিতে থাকে ১২টি অক্ষর। তবে প্রথম দুটি পাদের প্রত্যেকটি যে ৮ অক্ষরে রচিত হবে এমন কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কখনো কখনো এর ব্যত্যয়ও হতে পারে। অনুষ্টুপ ছন্দে চারটি পাদ থাকে এবং প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর থাকে। বৃহতী ছন্দ গঠিত হয় চারটি পাদে। প্রথম তিন পাদের প্রত্যেকটিতে ৮টি এবং চতুর্থ পাদে থাকে ১২টি অক্ষর। পঙক্তি ছন্দ ৪০ অক্ষরবিশিষ্ট; প্রথম দুটি পাদের প্রতিটিতে থাকে ১২ অক্ষর এবং অপর দুটি পাদে থাকে ৮ অক্ষর। ত্রিষ্টুপ ছন্দ রচিত হয় ৪৪টি অক্ষরে; এর প্রতি পাদে থাকে ১১টি অক্ষর। ৪৮টি অক্ষর বিশিষ্ট জগতী ছন্দের প্রত্যেক পাদে থাকে ১২টি অক্ষর। কখনো কখনো প্রতি পাদ ৮ অক্ষরবিশিষ্ট ৬টি পাদেও জগতী ছন্দ রচিত হয়ে থাকে। এই আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, গায়ত্রী ছন্দের সঙ্গে অতিরিক্ত ৪ এবং তারপর ৪ এভাবে চার চার অক্ষর যোগ করে অন্যান্য ছন্দ গঠিত। এই সাতটি ছন্দের আবার বহু বিভাগ ও উপবিভাগ আছে, কিন্তু অধিক বিস্তারের আশঙ্কায় অন্য কোথাও এ বিষয়টি আলোচনার ইচ্ছা রইল।

বৈদিক ছন্দের পরে সৃষ্ট হয় সংস্কৃত ছন্দ। সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক ছন্দের আমূল পরিবর্তন ঘটে। গায়ত্রী প্রভৃতি সমস্ত ছন্দই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। একমাত্র অনুষ্টুপ ছন্দই স্বনামে আছে বেঁচে। তাছাড়া প্রাকৃত ভাষা থেকে সংস্কৃতে একটি ছন্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এর নাম মাত্রা। সংস্কৃত ছান্দসিকগণ ছন্দকে প্রধানত দুভাগে বিভাজিত করেছেন—বৃত্ত ও জাতি বা মাত্রা। অক্ষর গণনা অনুসারে নিবদ্ধ ছন্দের নাম বৃত্ত ছন্দ—“বৃত্তমক্ষরসংখ্যাৎ.....।” (হৃদোমঞ্জরী ১।৪)। বৃত্ত শব্দটি কোথাও কোথাও আবার ছন্দ অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে, যেমন— বৃত্তরত্নাকর, বৃত্তমৌজিক প্রভৃতি। আবার, নাট্যতত্ত্বে বৃত্ত শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে বৃত্তান্ত অর্থে—“নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ.....।” (সাহিত্যদর্পণ ৬।৭)। আলঙ্কারিক, ছান্দসিক

ও নাট্যতত্ত্ববিদ কৃষ্ণশর্মা (১৮৩৫-১৯০৯) 'কৃষ্ণমন্দারমরন্দচম্পূ' গ্রন্থে বৃত্ত ছন্দের নামকরণ করেছেন বার্ণ ছন্দ। বৃত্ত ছন্দ বা বার্ণ ছন্দ তিনভাগে বিভক্ত—সমবৃত্ত, অধুসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত।

সমবৃত্ত—যে বৃত্তের চারটি চরণই লঘুগুরুক্রমে সমসংখ্যক অক্ষরে গঠিত, তাকে বলা হয় সমবৃত্ত ছন্দ। সংস্কৃত কাব্যের অধিকাংশ শ্লোকই সমবৃত্ত ছন্দে রচিত। অক্ষরসংখ্যার ভিত্তিতে সংস্কৃত সমবৃত্ত ছন্দ প্রধানত ২৬ প্রকার—

- ১ উক্খা—একাক্ষরা বৃত্তি
- ২ অতুক্খা—দ্ব্যক্ষরা বৃত্তি
- ৩ মধ্যা—ত্র্যাক্ষরা বৃত্তি
- ৪ প্রতিষ্ঠা—চতুরাক্ষরা বৃত্তি
- ৫ সুপ্রতিষ্ঠা—পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি
- ৬ গায়ত্রী—ষড়াক্ষরা বৃত্তি
- ৭ উষিক্—সপ্তাক্ষরা বৃত্তি
- ৮ অনুষ্টুপ্—অষ্টাক্ষরা বৃত্তি
- ৯ বৃহতী—নবাক্ষরা বৃত্তি
- ১০ পঙক্তি—দশাক্ষরা বৃত্তি
- ১১ ত্রিষ্টুপ্—একাদশাক্ষরা বৃত্তি
- ১২ জগতী—দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি
- ১৩ অতিজগতী—ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি
- ১৪ শর্করী—চতুর্দশাক্ষরা বৃত্তি
- ১৫ অতিশর্করী—পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি
- ১৬ অষ্টী—ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি
- ১৭ অত্যষ্টী—সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি
- ১৮ ধৃতি—অষ্টাদশাক্ষরা বৃত্তি
- ১৯ অতিধৃতি—উনবিংশতি—অক্ষরা বৃত্তি

- ২০ কৃতি—বিংশতি—অক্ষরা বৃত্তি
 ২১ প্রকৃতি—একবিংশতি—অক্ষরা বৃত্তি
 ২২ আকৃতি—দ্বাবিংশতি—অক্ষরা বৃত্তি
 ২৩ বিকৃতি—ত্রয়োবিংশতি—অক্ষরা বৃত্তি
 ২৪ সংকৃতি—চতুর্বিংশতি—অক্ষরা বৃত্তি
 ২৫ অতিকৃতি—পঞ্চবিংশতি—অক্ষরা বৃত্তি
 ২৬ উৎকৃতি—ষড়-বিংশতি—অক্ষরা বৃত্তি

ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ততিলক, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি বিখ্যাত সমবৃত্ত ছন্দ। ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের প্রতি পাদ একাদশাক্ষরে, বসন্ততিলক ছন্দের প্রতি পাদ চতুর্দশাক্ষরে, মালিনী ছন্দের প্রতিপাদ পঞ্চদশাক্ষরে এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি পাদ সপ্তদশাক্ষরে রচিত।

ইন্দ্রবজ্রা—“স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ” (ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ৪৫)– যে ছন্দের প্রতি পাদে যথাক্রমে দুটি ‘ত’ গণ, একটি ‘জ’ গণ ও দুটি ‘গ’ গণ থাকে, তাকে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দ বলা হয়। যেমন—

ত	ত	জ	গ	গ
গো ঠে গি	রিং স ব্য	ক রে ণ	ধ্	ত্বা
- - ৩	- - ৩	৩ - ৩	-	-
ক ঠে স্ত	ব জ্ঞা হ	তি মু জ	ব্	ষ্টা।
- - ৩	- - ৩	৩ - ৩	-	-
যো গো কু	লং গো প	কু ল ঞ্	সু	স্থং
- - ৩	- - ৩	৩ - ৩	-	-
চ ক্রে স	নো র ক্ষ	তু চ ক্র	পা	শ্চি॥
- - ৩	- - ৩	৩ - ৩	-	-

বসন্ততিলক—“জ্ঞেয়ং বসন্ততিলকং তত্তজ্ঞা জগৌ গঃ” (ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ৯২)—যে ছন্দের প্রতি পাদে যথাক্রমে ‘ত’, ‘ভ’, দুটি ‘জ’ ও দুটি ‘গ’ গণ থাকে, তার নাম বসন্ততিলক ছন্দ। যেমন—

ত	ভ	জ	জ	গ	গ
পূ র্বং তু	য়া প্য ভি	ম তং গ	ত মে ব	মা	সী
- - ∪	- ∪ ∪	∪ - ∪	∪ - ∪	-	-
চ্ছা যাং গ	মি য্য সি	পু ন বি	জ য়ে ন	ভ	র্জু।
- - ∪	- ∪ ∪	∪ - ∪	∪ - ∪	-	-
কা ল ক্র	মে ণ জ	গ তঃ প	রি ব র্ত	মা	না
- - ∪	- ∪ ∪	∪ - ∪	∪ - ∪	-	-
চ ক্রা র	প ঙ্গি রি	ব গ জ্জ	তি ভা গ্য	প ঙ্গিঃ।।	
- - ∪	- ∪ ∪	∪ - ∪	∪ - ∪	-	-

মালিনী—ননমযযযুতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ” (ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ১০৪)—যে ছন্দের প্রতি পাদে ক্রমান্বয়ে ‘ন’, ‘ন’, ‘ম’, ‘য’ ও ‘য’ গণ থাকে এবং প্রথমে অষ্টমাক্ষরে ও পরে সপ্তমাক্ষরে যতি থাকে, তাকে মালিনী ছন্দ বলা হয়। যেমন—

ন	ন	ম	য	য
স র সি	জ ম নু	বি দ্বং শৈ	ব লে না	পি র ম্যং
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	- - -	∪ - -	∪ - -
ম লি ন	ম পি হি	মাং শো র্গ	ক্ষ ল ক্ষীং	ত নো তি।
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	- - -	∪ - -	∪ - -
ই য় ম	ধি ক ম	নো জ্জা ব	ক্র লে না	পি ত নী
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	- - -	∪ - -	∪ - -
কি মি ব	হি ম ধু	রা গাং ম	ও নং না	কৃতী নাম্।।
∪ ∪ ∪	∪ ∪ ∪	- - -	∪ - -	∪ - -

মন্দাক্রান্তা—মন্দাক্রান্তাষুধিরসনগৈর্মো ভনৌ গৌ যযুগাম্” (ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ১২৫)—যে ছন্দের প্রতি পাদ যথাক্রমে ‘ম’, ‘ভ’, ‘ন’, দুটি ‘গ’ ও দুটি ‘য’ গণে রচিত এবং প্রথমত চতুর্থ অক্ষরে, পরে ষষ্ঠাঙ্করে এবং সবশেষে সপ্তম অক্ষরে যতি থাকে, তাকে বলে মন্দাক্রান্তা ছন্দ। যেমন—

ম	ভ	ন	গ	গ	য	য
তাং জা নী	য়াঃ প	রি মি	ত ক	থাং জী	বি তং	মে দ্বি তী য়্
- - -	- ∪ ∪	∪ ∪ ∪	-	- ∪ -	∪ ∪ -	∪ - ∪

দূ রী ভূ তে ম য়ি স হ চ রে চ ক্র বা কী মি বৈ কাম্।
 -

গা রো তক ঠাং শু ক্ৰ যু দি ব সে শ্বে যু গ ছ তসু বা
 লাম্
 -

জা জাম ন্যে শি শি র ম ধি জাং প শি নীং বা ন্যাক্ পাম্।
 -

ছাত্রিশ-এর অতিরিক্ত অক্ষরে রচিত সমবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নাম দণ্ডক ছন্দ। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে প্রধানত চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত, প্রতিচক্র, কুসুমন্তবক, মণ্ডমাতঙ্গলীলাকর, অনঙ্গশেখর, অশোকপুষ্পমঞ্জরী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দণ্ডক ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। ‘ছন্দোমঞ্জরী’ গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ও টীকাকার গুরুনাথ বিদ্যানিধি অর্ণ, অর্ণব, ব্যাল, জীমূত, লীলাকর, উদ্দাম, শঙ্খ, আরাম, সংগ্রাম, সুরাম, বৈকুণ্ঠ, সার, কাসার, বিসার, সংহার, নীহার, মন্দর, কেদার, আসার, সংকার, সংস্কার, মুকুন্দ, গোবিন্দ, সানন্দ, সন্দোহ, আনন্দ প্রভৃতি দণ্ডক ছন্দের উল্লেখ করেছেন।^২

বৃত্তছন্দের সংখ্যা সুবিপুল। পিজলাচার্য এক কোটি সাতষষ্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুশো ষোলটি ছন্দের উল্লেখ করেছেন।^৩ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে, বৃত্ত ছন্দের মোট সংখ্যা তের কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ সতের হাজার সাতশো ছাত্রিশ। (নাট্যশাস্ত্র ১৫/ ৭৭-৭৮)

বৃত্তছন্দের এই সুবিশাল সংখ্যার কারণ উদ্ভাবন করতে গিয়ে তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, “সুদীর্ঘকালের পটভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্য সুবিশাল সন্দেহ নাই, তথাপি উহাতে দেড়কোটির অধিক ছন্দোবদ্ধ সত্য সত্যই ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আসলে এগুলির অধিকাংশই ধ্বনিবিলাসী বৈয়াকরণদিগের ছন্দকীড়ার ফল। এইগুলিতে রহিয়াছে লঘু-গুরু বা হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনির বিচিত্র রূপকল্প বা ‘প্যাটার্ন’। এইগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যে অব্যবহৃত ও অব্যবহার্য। সেকালের ভারতীয় জীবনে শ্রুতিবিলাসের কিরূপ প্রাবল্য ঘটিয়াছিল, বৃত্তছন্দের সংখ্যাবহুলতা তাহার অন্যতম প্রমাণ।” (ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন, পৃ. ২৭২)।

ছন্দের সংখ্যা বৃদ্ধির যেসব প্রক্রিয়া আছে তাদের সাধারণ নাম প্রত্যয়—‘ছন্দসাং ভেদাদিপ্রত্যয়কত্বাৎ প্রত্যয়াঃ।’ (ছন্দঃশাস্ত্র, পৃ. ১৯০)। প্রস্তার, উদ্ভিষ্ট, নষ্ট, সংখ্যান, লগক্রিয়া ও অধ্ব—এই ছ’টি হচ্ছে প্রধান প্রত্যয়। ছন্দসূত্র, বৃত্তরত্নাকর, বৃত্তমৌজিক, মন্দারমরন্দচম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। কিন্তু ‘ছন্দোমঞ্জরী’তে গঙ্গাদাস বলেছেন, এগুলি ছন্দ নিয়ে একপ্রকার খেলা মাত্র—

“ব্যবহারোচিতং প্রায়ো ময়া ছন্দোহত্র কীর্তিতম্।

প্রস্তারাদি পুনর্গোক্তং কেবলং কৌতুকং ইহ তৎ।।”

ছন্দোমঞ্জরী ৭। ৬

(প্রস্তার প্রভৃতি ছন্দে কেবল কৌতুক সৃষ্টি করে বলে আমি এই গ্রন্থে তা উল্লেখ না করে একমাত্র ব্যবহারযোগ্য প্রায় সমস্ত ছন্দই উল্লেখ করেছি)।

অর্ধসমবৃত্ত—যে বৃত্তের প্রথম পাদ তৃতীয় পাদের এবং দ্বিতীয় পাদ চতুর্থ পাদের সমান, তাকে অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ বলা হয়। যেমন—বেগবতী, হরিণপুতা, অপরবক্ত, পুষ্পিতাশ্রা প্রভৃতি।

বেগবতী—“বিষমে প্রথমাক্ষরহীনং দোধকমেব ইহ বেগবতী স্যাৎ” (ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ১৮২)—প্রথম ও তৃতীয় পাদে যদি দোধক ছন্দের প্রথমাক্ষর শূন্য হয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ যদি দোধক ছন্দের লক্ষণযুক্ত হয়, তবে তাকে বলা হয় বেগবতী ছন্দ। দোধক ছন্দের লক্ষণ সম্পর্কে গঙ্গাদাস বলেন, “দোধকমিচ্ছতি ভক্তিতয়াদ্ গৌ” (ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ১৮২)—শ্রোকের প্রতি পাদে যথাক্রমে তিনটি ‘ভ’ গণ ও দুটি ‘গ’ গণ থাকলে হয় দোধক ছন্দ। প্রতিটি ‘ভ’ গণ তিনটি অক্ষরে রচিত, প্রতিটি ‘গ’ গণ রচিত একটি অক্ষরে। সুতরাং দোধক ছন্দের প্রতিটি পাদ রচিত ১১টি অক্ষরে এবং বেগবতী ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদ ১০টি অক্ষরে আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ ১১টি অক্ষরে গ্রথিত। যেমন—

অ র বে
৩ ৩ -

গ ব তী
৩ ৩ -

ব জ রা মা
৩ ৩ - -

ভ

ভ

ভ

গ গ

কে শ ব
- ৩ ৩

বং শ র
- ৩ ৩

বৈ র তি মু জ্ঞা।
- ৩ ৩ - -

র ত সা	নু শু রু	ল গ য স্ত্রী
৩ ৩ -	৩ ৩ -	৩ - - -
ত	ত	ত গ গ
কে লি নি	কু জু গু	হা য জ গা ম॥
৩ ৩ -	৩ ৩ ৩	৩ - - - -

এখানে শ্রোকের চতুর্থ পাদের অন্ত বর্ণ 'ম' লঘু, কিন্তু পাদের অন্তস্থিত লঘু বর্ণ বিকল্পে গুরু বর্ণ হয় বলে লঘুবর্ণ 'ম' গুরুবর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে।

সমবৃত্ত ছন্দকে বিচিত্রতর করার প্রবণতা থেকেই অর্ধসমবৃত্তের জন্ম। যেমন, সমবৃত্ত দোহকের প্রথম ও তৃতীয় পাদের দ্বিমাত্রিক প্রথম অক্ষরটি বাদ দিয়েই উপর্যুক্ত অর্ধসমবৃত্ত বেগবতী ছন্দ প্রাপ্ত হয়েছে। অনুরূপভাবে দ্রুতবিলম্বিত ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদের আদ্যাক্ষর বাদ দিলে হরিণপুতা ছন্দের সৃষ্টি হয়।

বিষমবৃত্ত—যে বৃত্তের চারটি পাদেরই অক্ষরসংখ্যা এবং লঘু-গুরুবিন্যাস পৃথক, তার নাম বিষমবৃত্ত। উদগতা, সৌরভক, ললিতা প্রভৃতি ছন্দ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

উদগতা—“প্রথমে সজৌ যদি সলৌ চ নসজগুরুকাণ্যন্তরম্।

যদ্যথ ভনভগাঃ স্যুরথো সজসা জগৌচ ভবতীয়মুদগতা।।”

(ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ১৯৩)

—যদি শ্রোকের প্রথম পাদে 'লা', 'জ', 'স' ও 'ল', দ্বিতীয় পাদে 'ন', 'স', 'জ' ও 'গ', তৃতীয় পাদে 'ত', 'ন', 'ভ', 'গ' ও চতুর্থ পাদে 'স', 'জ', 'স', 'জ' ও 'গ' গণ সন্নিবিষ্ট হয়, তাহলে 'উদগতা' নামক বিষমবৃত্ত ছন্দ হয়। যেমন—

স	জ	স	ল
বি ল লা	স গো প	র ম গী	যু
৩ ৩ -	৩ - ৩	৩ ৩ -	৩
ন	স	জ	গ
ত র নি	ত ন যা	প্র ভো দ	অ।
৩ ৩ ৩	৩ ৩ -	৩ - ৩	-

ভ	ন	ভ	গ
কৃ ঞ্চ ন	য় ন চ	কো র য়	গে
- ৩ ৩	৩ ৩ ৩	- ৩ ৩	-

স	জ	স	জ	গ
দ ধ তী	সু ধাং শু	কি র গো	মি বি ড্র	মম ॥
৩ ৩ -	৩ - ৩	৩ ৩ -	৩ - ৩	-

কৃষ্ণশর্মার মতে, বিষমবৃত্ত ছন্দের ৩টি প্রধান ভেদ— পদচতুর্ধ্ব, উদগতা ও উপস্থিতপ্রকৃপিত। পদচতুর্ধ্বের সৃষ্টি অনুষ্টুপ্ ছন্দ থেকে (ছন্দঃশাস্ত্র, পৃ. ৮২)। অনুষ্টুপ্—এর মতই এর প্রথম পাদে থাকে আট অক্ষর। তারপর প্রতি পাদে চার অক্ষর করে বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদে ১২, তৃতীয় পাদে ১৬ এবং চতুর্থ পাদে ২০ অক্ষর থাকে। পিজলাচার্য পদচতুর্ধ্বকে ভাগ করেছেন পাঁচ ভাগে—আপীড়, প্রত্যাপীড়, মঞ্জরী, লবলী ও অমৃতধারা।

উদগতা ছন্দের ৩টি প্রকারভেদ—সৌরভক, লগিত ও সরল।

উপস্থিতপ্রকৃপিত ছন্দের ২টি ভেদ—বর্ধমান ও শুদ্ধবিরাট।

পিজলা, জয়কীর্তি, জয়দেব প্রভৃতি ছান্দসিকগণ বহু প্রকরণকেও বিষমবৃত্তের অন্তর্গত করেছেন। গঙ্গাদাসের মতে, বহুছন্দ কখনো অর্ধসম, কখনো বিষম—“ভবত্যর্দ্ধসমং বহুং বিষমঞ্চ কদাচন।” (ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ১৯৬)। কেদার ভট্টের মতে, এটি জাতি বা মাত্রা ছন্দের অন্তর্গত ॥ কিন্তু এইচ. ডি. ভেলঙ্কারের অভিমত, “Under no circumstances however, can they be regarded as the Mātrā vrittās and kedāra has put this group in the midst of the Mātrā vrittās in a spirit of negligence and disregard for them.” (Jayadāman, p. 39).

ছন্দের লক্ষণ নির্ণয়ে সাধারনত দশটি অক্ষররূপ সংকেত ব্যবহার করা হয়—ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ এবং লঃ

ম্যরন্তুজন্তনৈর্গাণ্ডৈরেভির্দশভিরক্ষরৈঃ।

সমস্তং বাঙ্কয়ং ব্যাঙ্কং ত্রৈলোক্যমিব বিষ্ণুনা।।

ছন্দোমঞ্জরী ১।৭

[বিষ্ণু যেমন স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত তদুপ সমস্ত ছন্দ পরিব্যাপ্ত ম, য, র প্রভৃতি দশটি অক্ষরে]

তিনটি অক্ষর যুক্ত হলে হয় একটি গণ। যেমন ম—গণ, য—গণ, ব—গণ, স—গণ, ত—গণ, জ—গণ, ভ—গণ ও ন—গণ। কিন্তু গ ও ল—গণ একটি অক্ষরের সংকেত মাত্র। ‘গণ’ শব্দটি ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রযুক্ত হয়েছে ‘শ্রেণী’ অর্থে। ধাতুর দশটি গণ আছে অর্থাৎ সমস্ত সংস্কৃত ধাতু দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত—

ভাদ্যাদাদী জুহোত্যাভির্দাদি স্বাদিরেব চ।

তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনুক্র্যাদিচুরাদয়ঃ ।।

(সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী, পৃ. ১৮৪)

—ভাদি, অদাদি, জুহোত্যাди, দিবাди, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, ক্র্যাদি ও চুরাদি।

প্রাচীন রীতিতে লঘুবর্ণের সংকেত ‘।’ এরূপ দণ্ডাকৃতি ছিল এবং গুরুবর্ণের সংকেত ছিল ‘s’ এরূপ। ‘s’ চিহ্নটিকে ব্যাকরণের পরিভাষায় বলা হয় ‘অবগ্রহ’। আধুনিক ছান্দসিকগণ লঘু ও গুরু বর্ণের সংকেতরূপে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন তা যথাক্রমে ‘V’ এবং ‘—’।

সমস্ত হ্রস্বস্বর (অ, ই, উ, ঋ, ৯) লঘু এবং সমস্ত দীর্ঘস্বর (আ, ঈ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ) গুরু। তাছাড়া, অনুস্বারযুক্ত বর্ণ, বিসর্গযুক্ত বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ ও বিকল্পে গুরু হয়—

“সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুভবেৎ।

বর্ণসংযোগ পূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোহপি বা ।।”

(ছন্দোমঞ্জরী ১।১১)

এবার ‘ম’ প্রভৃতি ১০টি গণের লঘু-গুরু চিহ্নযুক্ত ক্রম নিম্নে বর্ণিত হল:

ম = - - - । ন = ৩ ৩ ৩ । ভ = - ৩ ৩ । য = ৩ - - । জ = ৩ - ৩ । র = - ৩ - । স = ৩ ৩ - । ত = - - ৩ । গ = - । ল = ৩ ।

“মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো

ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘ্যঃ ।

জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ

সোহন্তগুরুঃ কথিতো হন্তলঘুস্তঃ ।।”

(ছন্দোমঞ্জরী ১ ৮)

এবার জাতি বা মাত্রা ছন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক। ছান্দসিক গঙ্গাদাসের মতে, “জাতিমাত্রাকৃতা ভবেৎ” (ছন্দোমঞ্জরী ১।৪)—মাত্রার সংখ্যা অনুসারে গঠিত ছন্দের নাম ‘জাতি’। অক্ষর উচ্চারণের কালকে বলা হয় মাত্রা। তজ্জসারে বলা হয়েছে—

“বামজানুনি তদ্বস্ত্রমণা যাবতা ভবেৎ।

কালেন মাত্রা সা জ্যেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ ।।”

(ছন্দোমঞ্জরীতে উদ্ধৃত, পৃ. ৩)

—বাম জানুতে বাম হস্ত ঘুরিয়ে আনতে যত সময়ের প্রয়োজন হয়, সেই সময়কে বলে মাত্রা। লঘুবর্ণের সমান এক মাত্রা, গুরুবর্ণের সমান দুই মাত্রা, পুতস্বরের সমান তিন মাত্রা এবং ব্যঞ্জনের সমান অর্ধমাত্রা—

“একমাত্রো ভবেৎ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাত্রস্থ ভবেৎ পুতো ব্যঞ্জনঞ্চার্ধমাত্রকম্ ।।”

—গুরুনাথ বিদ্যানিধিকৃত টীকায় উদ্ধৃত,

ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ৩

মাত্রা বা জাতি ছন্দের উৎপত্তির ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশিষ্ট ছন্দতত্ত্ববিদ তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, “মাত্রাছন্দের জন্মোতিহাস অজ্ঞাত। ইহার লাস্যময় প্রকৃতি ও গীতিপ্রবণতা হইতে অনুমান করা যায়, সম্ভবত আর্যেতর জাতির নৃত্যগীত হইতে ইহার উৎপত্তি এবং কথ্যপ্রাকৃতেই ইহার ভাষাবদ্ধ রূপের প্রথম প্রকাশ। আর্যেরা কথ্য প্রাকৃত হইতে ইহাকে সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতির মধ্যে স্থায়িত্ব দিয়াছেন। আর্যদিগের এই বিজাতীয় ছন্দপ্রীতির কারণ গীতি প্রেরণার চরিতার্থতা। ভারতবর্ষ বহু শতাব্দীর ভাবও চিন্তা সংস্কৃত অক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু যথার্থ গান গাহিতে পারে নাই। ছন্দে কোমলতা ও লঘুতা না থাকিলে গান কখনও সার্থক হইয়া উঠে না। সংস্কৃতে অক্ষর ছন্দের প্রাধান্য বলিয়া ইহাতে বহু মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য দেখা যায়, কিন্তু সার্থক সঙ্গীতকাব্য দুর্লভ। বাঙালী কবি জয়দেব ‘গীতগোবিন্দে’ সংস্কৃত ভাষাকে গান গাহাইয়াছিলেন, তাহার কারণ জয়দেবের অবলম্বন ছিল মাত্রাছন্দ। সংস্কৃত নাটকে যখনই গানের প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইয়াছে মাত্রাছন্দ।” (ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন, পৃ. ২৬০)।

মাত্রা ছন্দ—প্রধান মাত্রা ছন্দ আর্ষা। গঙ্গাদাস এর লক্ষণ নির্দেশ করেন এ ভাবে—

“লক্ষ্মতৎ সপ্তগণা গোপেতা ভবতি নেহ বিষমে জঃ।

ষষ্ঠো জশ্চ নলঘু বা প্রথমহর্কে নিয়তমার্যায়াঃ ।।”

(ছন্দোমঞ্জরী পৃ. ২০১)

—আর্যার প্রথমার্ধে অন্তে, একটি গুরুযুক্ত সপ্তগণ প্রযুক্ত হয়। প্রথমার্ধস্থিত পাদে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম গণে আদ্যন্ত লঘু এবং মধ্যগুরু 'জ' গণের প্রয়োগ হয় না। অপসার্যে ষষ্ঠগণ পূর্বোক্ত 'জ' ও 'ন' লঘু আর্যার লক্ষণ।

আর্যার প্রধান ভেদ নয়টি—পথ্যা, বিপুলা, চপলা, মুখচপলা, জঘনচপলা, গীতি, উপগীতি ও আর্যগীতি। 'মন্দারমরন্দচম্পূ'তে (পৃ. ২৩-২৭) কৃষ্ণশর্মা মাত্রা ছন্দকে ৪টি ছন্দোগোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন:

(ক) আর্য্য: আর্যার ভেদ সতের—পথ্যার্য্য, বিপুলার্য্য, চপলার্য্য, মুখচপলার্য্য, জঘনচপলার্য্য, গীতি, উপগীতি, উদগীতি, আর্য্যগীতি, বিগীতি, সুগীতিকা, অতিগীতি, স্বরগীতিকা, কটুগীতি, মধুগীতি, বালগীতি ও বজ্রগীতি

(খ) মাত্রাসমক: মাত্রাসমকের প্রধান ভেদ দুটি — ষোড়শমাত্রা ও ত্রিংশমাত্রা।

ষোড়শমাত্রার ছয়টি ভেদ—অচলধৃতি, বিশ্লোক, বানবাসিকা, চিত্রা, উপচিত্রা ও পাদাকুলক।

ত্রিংশমাত্রারও ভেদ ছয়টি—রুচিরা, শিখিত, গণিত, শিখা, খজা ও অনঙ্গজীড়া।

(গ) বৈতালীয়: এর ভেদ ছয়টি—ঔপচ্ছন্দসিক, আপাতালী, দক্ষিণান্তিকা, উদীচ্যবৃতি ও প্রবৃত্তক।

(ঘ) বজ্র: এর নয়টি ভেদ—পথ্যাবজ্র, বিপরীত পথ্যাবজ্র, চপলাবজ্র, মুখবিপুলা, সৈতববিপুলা, ত-বিপুলা, র-বিপুলা, ভ-বিপুলা ও ন-বিপুলা।

উল্লিখিত ছন্দোরাশির মধ্যে সকল ছন্দ সকল রস বা সকল বিষয়ের উপযোগী নয়। বিশেষ বিশেষ রসের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ছন্দ অনুগুণ হয়, যেমন—করুণরসে মন্দাকান্তা, পুষ্পিতাথ্য প্রভৃতি, শৃঙ্গাররসে পৃথ্বী, সগুধরা প্রভৃতি, বীররসে শিখরিণী, শার্দূল-বিজ্রীড়িত প্রভৃতি এবং হাস্যরসে দোধক।^৪ তাছাড়া, বর্ষা ও প্রবাসের বর্ণনায় মন্দাকান্তা,^৫ বীরের ভূজবর্ণনায় সঙ্করা, নায়িকাবর্ণনায় বসন্ততিলক,^৬ চন্দ্রোদয়াদি বিভারে রথোদ্ধতা,^৭ বীর ও রৌদ্ররসের সংকরে বসন্ততিলক,^৮ সর্গান্তে মালিনী,^৯ আক্ষেপ, ক্রোধ ও ধিকৃতিতে পৃথ্বী,^{১০} রাজাদের বীরত্ববর্ণনায় শার্দূলবিজ্রীড়িত,^{১১} এবং বায়ুর গতিবেগ বর্ণনায় সঙ্করা ছন্দ^{১২} উপযোগী হয়। আবার, বসন্ততিলক, উপেন্দ্রবজ্র প্রভৃতি ছন্দ ছাড়া বৈদত্তী রীতি স্বমহিমায় প্রকাশিত হতে পারে না।^{১৩} অন্যদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ছন্দ জনপ্রিয়, যেমন—বঙ্গদেশে শার্দূললীলা বা শার্দূললালিত ও দাক্ষিণাত্যে মন্দাকান্তা (Jottings on Sanskrit metrics)

এবার ছন্দের সঙ্গে সম্যকরূপে সর্থশ্লিষ্ট যতিবিষয়ে আলোচনা করা যাক। যতির লক্ষণ সম্পর্কে গঙ্গাদাস বলেছেন,

“যতির্জিহেবষ্টবিধামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদ বিরামাদ্যোঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া।।”
(ছন্দোমঞ্জরী ১।১৯)

—জিহবার ঈপ্সিত বিধামস্থলকে বলা হয় যতি। এই যতি উচ্চারণকারীর ইচ্ছানুসারেই হয়ে থাকে। বিচ্ছেদ, বিরাম, ছিদ, ভিদ, বিরতি প্রভৃতি যতি শব্দেরই সমার্থক।

শ্রুতবোধেও একইভাবে যতির লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে—

রসজ্ঞা-বিরতি-স্থানং কবিভির্যতিরুচ্যতে।

সা বিচ্ছেদ-বিরামাদি—সংজ্ঞাভিরুপদিশ্যতে।।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনির মতে, “নিয়তঃ পদবিচ্ছেদো যতিরিত্যভি-
ধীয়তে”(১৫। ২৬)—নির্দিষ্ট পদবিচ্ছেদ যতি অভিধায় অভিহিত।

ছন্দের মার্ধ্ব সৃষ্টির জন্যই যতি বাঞ্ছনীয়। যেখানে যতি-প্রয়োগে কাব্যের শ্রোক শ্রুতিদুষ্টদোষে দুষ্ট হয়, সেখানে যতির ব্যবহার অবশ্য পরিত্যাজ্য। দেবেশ্বর ‘কবিকল্পলতা’য় এই বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

“এবং যথাযথোদ্বোধঃ সুধিয়াং নোপজায়তে।

তথা তথা মধুরতানিমিগুং যতিরিয়্যতে।।”

—(পৃ.৫)

আচার্য দণ্ডীর বক্তব্যেও একই অভিমত ব্যক্ত। যতিত্রষ্ট দোষের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

“শ্রোকেষু নিয়তস্থানে পদচ্ছেদং যতিং বিদুঃ।

তদপেতং যতিত্রষ্টং শ্রবণোদেজনং তথা।।”

(কাব্যাদর্শ ৩। ১৫২)

পাদান্তে যতির ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু বিশেষ অবস্থায়—পাদ মধ্যেও যতি ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে কেদার ভট্ট বৃত্তরত্নাকরে বলেছেন,

“যতিঃ সর্বত্র পাদান্তে শ্লোকার্ধে তু বিশেষতঃ।”

(পৃ. ১৬)

মন্দাক্রান্তা, মালিনী, শালিনী, শাদূলবিজীড়িত, স্রঙ্করা প্রভৃতি ছন্দে পাদমধ্যেও যতির প্রয়োগ হয়। সপ্তদশ অক্ষরে গ্রথিত মন্দাক্রান্তা ছন্দের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তমাক্ষরে; পঞ্চদশ অক্ষরে নিবদ্ধ মালিনী ছন্দের অষ্টম ও তৎপরবর্তী সপ্তম অক্ষরে, একাদশ অক্ষরে রচিত শালিনী ছন্দের চতুর্থ ও সপ্তম অক্ষরে; উনিশ অক্ষরে সংবদ্ধ শাদূলবিজীড়িত ছন্দের দ্বাদশ ও উনবিংশ অক্ষরে এবং একুশ অক্ষরে বিরচিত স্রঙ্করা ছন্দের সপ্তম, চতুর্দশ ও একবিংশ অক্ষরে যতি থাকে।

সংস্কৃত ছান্দসিকগণ যতিস্থল নির্দেশ করার জন্য কতকগুলি সংখ্যাসূচক সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। নিম্নে সংখ্যাসূচক কতিপয় সাংকেতিক শব্দের তালিকা প্রদত্ত হল:

বাণ = ৫ । অশ্ব = ৭ । বসু = ৮ । গ্রহ = ৯ । ভোগী/সর্প = ৮ । ঋতু = ৬ । বেদ = ৪ । মনু = ১৪ । অশ্বুধি = ৪ । নগ/পর্বত = ৭ । ভুবন = ৩ । মুনি = ৭ । ভূত = ৫ । ইন/সূর্য = ১২ । আশা (দিক) = ১০ । ঈশ = ১১ । স্বর = ৭ । অগ্নি = ৩ । সন্ধ্যা = ৩ । রাম = ৩ । উপায় = ৪ । বেদাঙ্গ = ৬ । স্বর্দন্ত (স্বর্গের বৃক্ষ) = ৫ । কর্ম = ৬ । সিদ্ধি = ৮ । দিগ্গজ = ৮ । সমুদ্র = ৭ । পুরাণলক্ষণ = ৫ । আশ্রম = ৪ ।

উপর্যুক্ত শব্দগুলি বিভিন্ন সংখ্যার প্রতীকরূপে গ্রহণ করার কারণ নিম্নে নির্দেশিত হল:

বাণ—পৌরাণিক আখ্যান অনুসারে কামদেবের বাণ পাঁচটি। এই পাঁচটি বাণ যথাক্রমে—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল দ্বারা তৈরি। পঞ্চবাণের নাম—সমোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন। দৃষ্টব্য:

“অরবিন্দ মশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।

নীলোৎপলঞ্চ পট্টেতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ।।”

‘স্বপ্নবাসবদত্ত’ নাটকের টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৩

“সম্বোহনোন্মাদনৌচ শোষণতাপনস্তথা।

স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণঃ প্রকীর্তিতাঃ।।”

‘স্বপ্নবাসবদত্ত’ নাটকের টীকায় উদ্ধৃত পৃ. ১৩৩

কামদেব পঞ্চবাণধারী বলেই ‘বাণ’ বা ‘ইষু’ পাঁচ সংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত হয়েছে।

অশ্ব—পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে অমৃত, বাষ্প, অগ্নি, বেদ, অস্ত, গর্ত ও সাম থেকে সপ্তাশ্ব উদ্ভূত। ১৪ এ জন্য ‘অশ্ব’ বা ‘হয়’কে সাত সংখ্যার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রহ—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু—এই নয়টি গ্রহ থাকায় ‘গ্রহ’ নয় সংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত হয়েছে।

ভোগী/ সর্প—পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে ভোগী বা সর্পের সংখ্যা আট—অনন্ত, বাসুকি, কল্ল, কর্কোটক পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলিক ও অপরাজিত। এ কারণেই ভোগী বা সর্পকে আট সংখ্যার প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এই ছয়টি ঋতু। তাই ঋতু ছয় সংখ্যার প্রতীক।

বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—বেদের এই চারটি বিভাগ থাকায় বেদ চার সংখ্যার প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে।

মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবতঃ, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সার্বর্গি, দক্ষসার্বর্গি, ব্রহ্মাসার্বর্গি, ধর্ম-সার্বর্গি, রুদ্ৰসার্বর্গি, দেবসার্বর্গি ও ইন্দ্রসার্বর্গি—পুরাণে এই চৌদ্দ জন মনুর উল্লেখ থাকায় ‘মনু’ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে চৌদ্দ সংখ্যার প্রতীকরূপে।

অম্বুধি—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই চারটি সমুদ্র থাকায় ‘অম্বুধি’ চার সংখ্যার সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

নগ বা পর্বত—পুরাণে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্টিমান, ঋক্ষমান, বিদ্ব্য ও পারিপাত্র’ ১৫—এই সাতটি পর্বত উল্লিখিত হওয়ায় ‘নগ’ বা ‘পর্বত’ সপ্ত সংখ্যার প্রতীক।

ভুবন—ভুবনের সংখ্যা তিন—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। এজন্য ভুবন তিন সংখ্যার প্রতীক।

মুনি—মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ—এই সাতজন মুনি পুরাণবিখ্যাত:

“মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরা।

বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগ ব্রহ্মণো মানসাঃ স্মৃতাঃ।।”

এজন্যই ‘মুনি’ সাত সংখ্যার প্রতীক।

ভূত—দর্শন শাস্ত্র অনুসারে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি ভূত সংজ্ঞায় অভিহিত। এজন্যই ‘ভূত’ পঞ্চসংখ্যাসূচক।

ইন/ সূর্য—পৌরাণিকী বার্তা অনুসারে ‘ইন’ বা ‘সূর্য’ বার জন—বিবস্বান, অর্থমা, পুষা, তুষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম। ইন বা সূর্যের সংখ্যা বার হওয়ায় ইন বা সূর্য দ্বাদশ সংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত।

আশা (দিক)—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, উর্ধ্ব ও অধঃ—এই দশটি দিক থাকায় আশা বা দিক দশ সংখ্যার সূচক রূপে স্বীকৃত।

ঈশ—অহিব্রধন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ত্র, পিনাকী, অজৈকপাদ ও সুরেশ্বর—এই ১১টি ঈশ বা রুদ্রের মূর্তি। তাই ‘ঈশ’ বা ‘রুদ্র’ ১১ সংখ্যার প্রতীক।

স্বর—ষড়্ভুজ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—সঙ্গীতে এই সাতটি স্বর স্বীকৃত হওয়ায় ‘স্বর’ সাত সংখ্যার প্রতীক হিসেবে গৃহীত।

অগ্নি—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—অগ্নির এই তিনটি প্রকারভেদ থাকায় ‘অগ্নি’ তিন সংখ্যার প্রতীক রূপে স্বীকৃত।

সঙ্ক্যা—প্রাতঃ, মধ্য ও সায়াহ্ন—এই ত্রিবিধ সঙ্ক্যা শাস্ত্রানুযায়ী করণীয় বলে ‘সঙ্ক্যা’ তিন সংখ্যার প্রতীক।

রাম—বলরাম, পরশুরাম ও দাশরথি রাম—এই তিনজন রাম থাকায় ‘রাম’ তিন সংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত।

উপায়—রাজনীতিতে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চারটি উপায়ের উল্লেখ থাকায় ‘উপায়’ চার সংখ্যার প্রতীক।

বেদান্ত—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদের ষড়ঙ্গ। এজন্যই ‘বেদান্ত’ ছয় সংখ্যার প্রতীক।

স্বর্গ বা স্বর্গের বৃক্ষ—স্বর্গের বৃক্ষ পাঁচটি—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্প ও হরিচন্দন। ‘১৬ এ কারণেই ‘স্বর্গ’ পাঁচ সংখ্যার সূচক।

কর্ম—যুতি শাস্ত্রানুযায়ী যজ্ঞ, যাজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের করণীয় ষট্‌কর্ম। এজন্য কর্ম ছয় সংখ্যার প্রতীক রূপে স্বীকৃত।

সিদ্ধি—অগ্নিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঐশ্বিত্য, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা অষ্টসিদ্ধিরূপে শাস্ত্রে উল্লিখিত:

“অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।

ঐশ্বিত্যং চ বশিত্বং চ তথা কামাবসায়িতা।।”

—মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের টীকায় উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৬

এ জন্যই ‘সিদ্ধি’ আট সংখ্যার প্রতীকরূপে স্বীকৃত।

দিগ্‌গজ—দিগ্‌গজ আটটি—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পভূ, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক—এই আটটি হস্তী পূর্বাদি অষ্ট দিকের রক্ষক। এজন্য ‘দিগ্‌গজ’ অষ্ট সংখ্যার প্রতীক।

সমুদ্র—লবণ, ইস্কু, সুরা, সর্পী (ঘৃত), দধি, দুগ্ধ ও জল—এই অষ্ট সমুদ্র শাস্ত্রে উল্লিখিত।^{১৭} সুতরাং ‘সমুদ্র’ গৃহীত হয়েছে অষ্ট সংখ্যার প্রতীকরূপে।

পুরাণলক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এই পঞ্চলক্ষণ সমন্বিত^{১৮} পুরাণ। এজন্যই ‘পুরাণলক্ষণ’ পঞ্চসংখ্যার প্রতীক রূপে গৃহীত।

আশ্রম—প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা ব্রহ্মবর্ষ, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত থাকায় ‘আশ্রম’ চার সংখ্যার প্রতীক।

আলোচ্য নিবন্ধে সংস্কৃত ছন্দের একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক যে, শ্রেণীবিভাজনে কোটি সংখ্যারও অতীত যে-ছন্দের কথা উল্লিখিত হয়েছে তা ছন্দবিলাসীদের বিলাসমাত্র, কল্পনার রথে চড়ে দিক হতে দিগন্তে ভ্রমণতুল্য। কখনও বৈদিক বা সংস্কৃতে গণনাতে এবং বিধি ছন্দ ছিল না এবং এর দ্বারা রচিত হয় নি কোন মন্ত্র বা শ্লোকাবলীও। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে যেমন নায়িকা বিভাজনের^{১৯} বিলাসিতা পরিলক্ষিত, তেমনি ছান্দসিকদের ছন্দনির্মাণের বিলাসিতাও দৃষ্টিগ্রাহ্য। তবে সংস্কৃত ছন্দনির্মাতাদের ছন্দনির্মাণে যে-কুশলতা ও বিচিত্রতা দেখা যায় তা প্রশংসার্হ, আর ঈর্ষণীয় এবং আকর্ষণীয় তাদের ছন্দমধ্যে ব্যবহার্য যতিনির্দেশক প্রতীকী শব্দগুলো। এখানে স্বল্প পরিসরে কতিপয় প্রতীকী শব্দমাত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, একদা মাদুর্যমভিত বিচিত্র ভাব ও গাঙ্ঘীর্যে পূর্ণ যে নৃত্যচপল ভাষা সংস্কৃত ছন্দের বন্ধনে বীধনহারা ছিল, আজ সেই ভাষার গতি রুদ্ধ হওয়ায় তার ছন্দের নবীনত্ব এবং আলোচনাও হয়ে পড়েছে সীমিত। সেই সীমিতির প্রেক্ষাপটে সৃষ্টিকর্মের দৃষ্টি-আকর্ষণে বর্তমান নিবন্ধ পৌরবময় সংস্কৃত ছন্দ আলোচনার একটি প্রয়াস।

তথ্যনির্দেশ

১ শোকভূমাপদ্যত যস্য শ্লোকঃ। রঘুবংশ ১৪। ৭০

যস্তাদৃশং চাক্ষরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ।

শোচন্যেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ।। রামায়ণ ১। ২। ২৯

- ২ অষ্টসূ অর্ঘ্যঃ, নবসূ অর্ঘবঃ, দশসূ ব্যালঃ, একাদশসূ জীমূতঃ, দ্বাদশসূ লীলাকরঃ, ত্রয়োদশসূ উদ্ভাযঃ, চতুর্দশসূ শঙ্খঃ। আদিনা আরামঃ সংগ্রামঃ সুরামঃ বৈকুণ্ঠঃ সারঃ, কাসারঃ বিসারঃ সংহারঃ নীহারঃ মন্দরঃ কৈদারঃ আসারঃ সংকারঃ সংস্কারঃ মুকুলঃ গোবিন্দঃ সানন্দঃ সন্দোহঃ আনন্দঃ ইত্যেবং পঞ্চদশাদিভিঃ রণৈঃ চন্ডবৃষ্টিপ্রপাতাদিনামকা দন্ডকা ভবন্তি।

গুরুনাথ

বিদ্যানিধিকৃত টীকা, *ছন্দোমঞ্জরী*, পৃ. ১৭২

- ৩ একা কোটিঃ, সত্ত্বষ্টির্গন্ধাণি, সত্ত্বসত্ত্বিঃ সহস্রাণি, দ্বৈশতে, ষোড়শোত্তরে।
ছন্দঃশাস্ত্র, পৃ. ৭১

- ৪ কল্পণে মন্দাক্রান্তা পুল্লিতাখাদীনামেবানুগতম্ শৃঙ্গারাদৌ পৃথ্বীস্রগ্ধরাদীনাং বীরাদৌ শিখরীণীশার্দূল-বিক্রীড়িতাদী নামানুগতম্ হাস্যে চ দোধকস্য প্রতিপর্দবিচ্ছেদিতেনানুগতমিতি, বালং বাধিনী টীকা, কাব্যপ্রকাশ, পৃ. ৩৩৯

- ৫ প্রাবৃত্-প্রবাস-ব্যসনে মন্দাক্রান্তা বিরাজতে। *সুবৃত্ততিলক*, ২১

- ৬ বীরস্য ভূজদণ্ডনাং বর্ণনে স্রগ্ধরা ভবেৎ।
নায়িকাবর্ণনে কার্যং বসন্ততিলকাদিকম্।।

Jottings on Sanskrit Metrics প্রবন্ধে কাত্যায়নবচন হিসেবে উদ্ধৃত।

- ৭ রথোদ্ধতা বিভাবেষু ভব্য চন্দ্রোদয়াদিষু। *সুবৃত্ততিলক*, ১৮

- ৮ বসন্ততিলকং ভাতি সংকরে বীররৌদ্রয়োঃ। *সুবৃত্ততিলক*, ১৯

- ৯ কুর্যাৎ সর্গস্য পর্যন্তে মালিনীং দ্রুততালবৎ।। *সুবৃত্ততিলক*, ১৯

- ১০ সাক্ষেপক্রোধধিকারে পরং পৃথ্বী ভরক্ষমা।। *সুবৃত্ততিলক*, ২১

- ১১ শৌর্যন্তরে নৃপাদীনাং শার্দূলকীড়িতং মতম্।। *সুবৃত্ততিলক*, ২২

- ১২ সাবর্ণগণবনাদীনাং বর্ণনে স্রগ্ধরা মতা।। *সুবৃত্ততিলক*, ২২

- ১৩ বসন্ততিলকাদিভিন্নছন্দসি বৈদর্ভী ন চমৎকরোতি--লোকনাথ চক্রবর্তিকৃত
টীকা, *অলঙ্কারকৌতুভ*, পৃঃ ৩৫৪

- ১৪ অমৃতাহ্বানতো বহ্নের্বৈদেভ্যোহভ্যাক্ত গর্ততঃ।

সান্নো ইয়ানামুৎপত্তিঃ সন্তধা পরিকীর্তিতাঃ।।'' *বাচস্পত্য অভিধান*,

১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮

১৫ মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তি মানুক্ষমানপি।

বিন্ধ্যশ্চ পারিপাশ্র্শ ইত্যেতে কুলপর্বতাঃ।।

—বিক্ষুপুরাণম্ ২। ৩। ৩

১৬ 'পঐথেতে দেবতরবঃ মন্দারঃ পারিজাতকঃ।

"সস্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্।।"

—অমরকোষাভিধানম্, স্বর্গবর্গ, ৪৫

১৭ 'লবণেকু সুরাসর্পিদধিদুগ্ধজলাস্তকাঃ।

সমুদ্রাঃ সপ্ত।।"

—শ্রীশ্রীদুর্গপূজা পদ্ধতি, পৃ. ৯২

১৮ "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনুস্তরাণি চ।

বংশানুচরিতৈষেব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।"

—বায়ুপুরাণম্, ৪। ১০। ১১

১৯ ভানুদত্তরচিত রসমঞ্জরীতে দশ হাজার বায়ানু প্রকার নায়িকার উল্লেখ আছে।

সাহিত্যদর্পণ অনুসারে নায়িকা তিনশত চুরাশী প্রকার।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

অমরসিংহ : অমরকোষাভিধানম্, কলিকাতা, ১৮৮৬

কবি বিরহাঙ্ক : বৃজজ্যতিসমুচ্চয়ঃ, এইচ. ডি. বেগঙ্কর সম্পাদিত, রাজস্থান,
১৯৬২

কবি কর্ণপূর : অলঙ্কারকৌতুভ, আর. এস. নাগর সম্পাদিত, দিল্লী, ১৯৮১

কালিদাস : মালবিকাগ্নিমিত্রম্, এস. জি. ঘোষ সম্পাদিত, বোম্বে, ১৯৬৮

কালিদাস : শতবোধঃ, হেরস্বনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা,

১৯৬১

- গঙ্গাদাস : হনোমঞ্জরী, গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৭৪
- চন্দ্রশেখর ভট্ট : বৃত্তমৌক্তিক, মহামহোপাধ্যায় বিনয়সাগর সম্পাদিত, রাজস্থান, ১৯৬৫
- তারানাথ তর্কবাচস্পতি : বাচস্পতি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৮৭৩
- তারাপদ ভট্টাচার্য : হৃদ-তত্ত্ব ও হনোবিবর্তন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১
- দেবেশ্বর : কবিকল্পলতা, পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯০০
- দত্তী : কাব্যাদর্শঃ, রত্নাচার্য রেড্ডী সম্পাদিত, ভান্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা-মন্দির, পুনা, ১৯৭০
- দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ : সমগ্রব্যাকরণকৌমুদী, কলিকাতা, ১৯৭৮
- ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮
- নগেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তরত্ন : বৃহন্নিকেশ্বর পুরাণোক্তা শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা পদ্ধতি, কলিকাতা, ১৩৩৬
- পিঙ্গলনাথ : হৃদঃশাস্ত্রম্, পণ্ডিত কেদারনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, দিল্লী, ১৯৮১
- বিখানাথ কবিরাজ : সাহিত্যদর্পণঃ, বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৮৬
- বেদব্যাস : বিষ্ণুপুরাণম্, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৭২
- বেদব্যাস : বায়ুপুরাণম্, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৬০
- ভরত : নাট্যশাস্ত্রম্ (গাইকোয়ড় সংস্করণ), এম. আর.কবি. সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ১৯৫৬
- ভানুদত্ত : রসমঞ্জরী, সুরেশ ত্রিপাঠী সম্পাদিত, আলীগড়, ১৯৮১
- ভান্স : স্বপ্নবাসবদত্তম্, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮১

- মন্মট ভট্ট : কাব্যপ্রকাশঃ, রঘুনাথ দামোদর করমরকর
সম্পাদিত, পূনা, ১৯৬৫
- যাক্ষ : নিরুক্ত, অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮
- শিবপ্রসাদ স্তোচাৰ্ঘ : *Jottings On Sanskrit Metrics*, Sanskrit
College, Calcutta, 1963
- শ্রীকৃষ্ণ কবি : মন্দারমরন্দচম্পূঃ, পণ্ডিত কেদারনাথ ও বাসুদেব লক্ষণশাস্ত্রী
পুনসীকার সম্পাদিত, নির্ণয় সাগর, ১৯২৪
- সুধীরচন্দ্র সরকার : পৌরাণিক অভিধান, কলিকাতা, ১৩৮৮
- : ছান্দোগ্যোপনিষৎ, উপনিষৎগ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, স্বামী
গভীরানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬৬
- : জয়দামন, এইচ. ডি. বেলঙ্কর সম্পাদিত, বোম্বে, ১৯৪১
- : তৈত্তিরীয়াণ্যকম্, ২য় ভাগ, আনন্দাশ্রম, ১৯৮১